১৪ দল ঐক্যফ্রন্ট জাকের পার্টির যৌথ সংবাদ সম্মেলন

পুরো প্যাকেজ বাস্তবায়ন হলেই আমরা নির্বাচনে যাবো ▪ জাকারিয়া ও মোদাব্বিরকে আজই সরাতে হবে

আওয়ামী লীগসহ আন্দোলনরত দলগুলো আজকের মধ্যে নির্বাচন কমিশন থেকে স ম জাকারিয়া ও মোদাব্বির হোসেন চৌধুরীর অপসারণ চায়। চায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্যাকেজ প্রস্তাবের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন। তাহলেই কেবল তারা আগামী নির্বাচনে অংশ নেবে। নতুবা কয়েক লাখ লোক নিয়ে বঙ্গভবন ঘেরাওসহ কঠোর কর্মসূচী পালন করে আবার সব কিছু অচল করে দেয়া হবে।

গতকাল এক সংবাদ সম্মেলনে আন্দোলনরত দলগুলোর নেতারা এই আল্টিমেটাম দিয়ে বলেছেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্যাকেজ প্রস্তাবের খণ্ড খণ্ড কিছু বাস্তবায়ন করে পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তুলছে। নিরপেক্ষ নির্বাচনের পরিবেশকে করছে ব্যাহত। তারা বলেছেন, আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে (আজ শনিবারের মধ্যে) প্যাকেজ প্রস্তাবের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করা হলেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ৯০ দিনের মধ্যে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনে আমরা অংশ নেবো।

আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ১৪ দল, এলডিপির নেতৃত্বাধীন জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট এবং জাকের পার্টি এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেয়। সংবাদ সম্মেলনে ১৪ দলের পক্ষে সমন্বয়ক আবদুল জলিল, ঐক্যফ্রন্টের পক্ষে এলডিপির মহাসচিব মেজর (অব.) আবদুল মান্নান এবং জাকের পার্টির ভাইস প্রেসিডেন্ট সৈয়দ সিরাজুল কবির বক্তব্য রাখেন। আবদুল জলিলের দীর্ঘ লিখিত বক্তব্যের সঙ্গে অপর জোটের দু' নেতা একমত পোষণ করে বক্তব্য দেন।

আবদুল জলিল বলেন, উপদেষ্টাদের প্যাকেজ প্রস্তাবে জাকারিয়া ও মোদাব্বিরকে ছুটিতে পাঠিয়ে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন, অন্তত এক সপ্তাহ ধরে ভোটার তালিকা সংশোধন, ৮ সচিবসহ মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের বদলিসহ ৫টি করণীয় বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় আমাদের। কিন্তু কয়েকজন সচিব বদলসহ আমরা আর কোনো প্রতিশ্রুতি বাস্ত বায়ন হতে দেখিনি। হাওয়া ভবনের ইশারায় বঙ্গভবন এসব প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে সময়ক্ষেপণ করছে। এটাও ষড়যন্ত্রের একটি অংশ। তিনি বলেন, এনএসআই-এর ডিজি, বিতর্কিত এটর্নি জেনারেল ও ডিজি ডিএফআইয়ের ডিজি সরানো হয়নি। মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনে কোনো পরিববর্তন হয়নি।

আবদুল জলিল আরো বলেন, দ্রুত সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্যাকেজ প্রস্তাবের সবকিছু বাস্তবায়ন না করা হলে আমাদের নির্বাচনে অংশ নেয়া সম্ভব হবে না। আর নির্বাচন বানচাল হলে তার জন্য প্রেসিডেন্টকেই দায়ী থাকতে হবে। তবে আমরা নির্বাচনে অংশ নিতে চাই। চাই নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচন। তিনি বলেন, অনেক সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও আমরা উপদেষ্টাদের প্যাকেজ প্রস্তাব গ্রহণে রাজি হই।

হোটেল পূর্বাণীতে অনুষ্ঠিত এ সংবাদ সম্মেলনে তিন জোটের নেতা-কর্মীরাই উপস্থিত ছিলেন। এতে সংবাদ সম্মেলনটি জনাকীর্ণ পরিবেশে রূপ নেয়। উপস্থিত নেতৃবৃন্দের মধ্যে আওয়ামী লীগের তোফায়েল আহমদ, শেখ ফজলুল করিম সেলিম, বেগম মতিয়া চৌধুরী, কাজী জাফর উল্লাহ, ওবায়দুল কাদের, আবদুল মান্নান, ওয়ার্কার্স পার্টির রাশেদ খান মেনন, বিমল বিশ্বাস, গণতন্ত্রী পার্টির মোঃ নুরুল ইসলাম, সাম্যবাদী দলের দিলীপ বড়ুয়া, গণফোরামের পঙ্কজ ভট্টাচার্য, জহিরুল ইসলাম, জাসদের হাসানুল হক ইনু, শরীফ নুরুল আম্বিয়া, নাজমুল হক প্রধান, তরিকত ফেডারেশনের চেয়ারম্যান সৈয়দ নজিবুল বশর মাইজভান্ডারী ও মহাসচিব মাওলানা জাকির হোসেন, এলডিপির সাংগঠনিক সম্পাদক মাহী বি চৌধুরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

১৪ দলের সমন্বয়ক তার বক্তব্যে আরো বলেন, ২৩ জানুয়ারী নির্বাচনের ভোট গ্রহণের দিন নির্ধারণ করা হয়েছে। অথচ ওইদিন হিন্দু সম্প্রদায়ের স্বরস্বতী পূজা। ব্যক্তিজীবনে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ পূজা উদযাপন হয়ে থাকে। দেশের সোয়া ২ কোটি হিন্দু সম্প্রদায়কে পূজার আনন্দ থেকে বঞ্চিত করে নির্বাচন করা হলে তার ফলশুভ হবে না। তিনি স্বরস্বতী পূজার কারণে নির্বাচনী তফসিল পুনর্নির্ধারণের আহ্বান জানান। একই সঙ্গে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ক্ষেপণে যে ৪০ দিন পেরিয়ে গেছে তাও পূরণ করার দাবি করেন আবদুল জলিল।

ভোটার তালিকা হালনাগাদকরণ সম্পর্কেও এ সংবাদ সম্মেলনে মতামত দেন ১৪ দলের সমন্বয়ক। তিনি বলেন, বর্তমান অবস্থায় ভোটার তালিকা হালনাগাদ করা লোক দেখানো। তিনি বলেন, ভোটার তালিকার কোনো সংশোধন

করা হচ্ছে না। কেবল যারা মারা গেছে তাদের নাম কর্তন করা হচ্ছে। কিন্তু প্যাকেজ প্রস্তাবে বলা হয়েছিল যাদের বয়স ১৮ বছর, তাদের নাম তালিকায় না থাকলে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

চলমান আন্দোলনে যুগপৎভাবে থাকা অপর দল জাতীয় পার্টির নেতাদের সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত থাকার গুজব থাকলেও শেষ পর্যন্ত তাদের দেখা যায়নি। তবে ১২ ডিসেম্বরের পর জাতীয় পার্টি ১৪ দলের সঙ্গে নির্বাচনী সমঝোতা করার চূড়ান্ত ঘোষণা দেবে। জানা গেছে, জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান এরশাদ এর মাঝে একবার বৃহত্তর রংপুর সফরে যাবেন। এ সময়ের মধ্যে আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টির নেতারা আসন ভাগাভাগির বিষয় নিয়ে অনানুষ্ঠানিক আলোচনা শুরু করবেন।

নগর ১৪ দলের প্রস্তুতি সভা

আজ ইসি পুনর্গঠন না হলে কাল বঙ্গভবন ঘেরাও

১৪ দলের নেতৃবৃন্দ বলেছেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার সাথে উপদেষ্টোদের আলোচনা অনুযায়ী নির্বাচনকমিশন আজ শনিবারের মধ্যে পুনর্গঠন না হলে আগামীকাল রোববার বঙ্গভবন ঘেরাও কর্মসূচী পালন করা হবে। নেতৃবৃন্দ বলেন, এবার বঙ্গভবন ঘেরাও কর্মসূচীতে ২০ লাখেরও বেশী লোক অংশ নেবে। তারা ১৪ দলীয় জোটনেত্রী শেখ হাসিনার ডাকের অপেক্ষায় আছে। নেত্রী যখনই ডাক দেবে তখনই তারা হাঁড়ি পাতিল ও হোগলা নিয়ে বঙ্গভবন অভিমুখে ওয়ানা হবে।

গতকাল সকালে অনুষ্ঠিত এক প্রস্তুতি সভায় তারা একথা বলেন। বঙ্গবন্ধু এভিনিউস্থ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদ কার্যালয়ে এ জরুরী প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১০ ডিসেম্বর থেকে লাগাতার বঙ্গভবন ঘেরাও কর্মসূচী সফল করতে ঢাকা মহানগর ১৪ দল এ সভার আয়োজন করে। জাসদের মীর হোসেন আকতারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ প্রস্তুতি সভায় বক্তৃতা করেন করেন ১৪ দলের নেতা ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের, সাম্যবাদী দলের দিলীপ বড়ুয়া, নগর ১৪ দলের সমন্বয়ক মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া, হারুন চৌধুরী, কামরুল আহসান, এভিোকেট কামরুল ইসলাম, শাহে আলম মুরাদ, আব্দুল হক সবুজ, ওমর আলী, ফয়েজউদ্দিন আসলামুল হক আসলাম প্রমুখ।

নেতৃবৃন্দ বলেন, অবিলম্বে উপদেষ্টাদের সাথে আলোচনা অনুযায়ী ইসি পুনর্গঠন করে নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি করুন। অন্যথায় বঙ্গভবনের চারপাশে লাখ লাখ লোক অবস্থান নিয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য বঙ্গভবন ঘেরাও করে রাখবে।

ওবায়দুল কাদের বলেন, বঙ্গভবনকে প্রেসিডেন্ট কাশিমবাজারের কুঠিতে পরিণত করেছেন। ষড়যন্ত্র অব্যাহত রেখেছেন। ষড়যন্ত্র বন্ধ করুন। জাকারিয়াকে বাদ দিন। সনমুদ্রের গর্জন শুনতে পাচ্ছেন না। অবিলম্বে উপদেষ্টাদের সাথে ইসি গঠন নিয়ে যে আলোচনা হয়েছে তা বাস্তবায়ন করুন। অন্যথায় জনগণ বঙ্গভবনের চারপাশে অনির্দিষ্টকালের জন্য অবস্থান নেবে। দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত ঘেরাও কর্মসূচী চলবে। তিনি বলেন, এখনো ২৪ ঘণ্টা সময় আছে উপদেষ্টাদের দেয়া প্যাকেজ বাস্তবায়ন করুন।

বিআইএইচআর রিপোর্ট ॥ বিচার বিভাগীয় তদন্তের সুপারিশ

র‍্যাব ছাত্রলীগ নেতা বাবুকে কাছ থেকে ও প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করেছে

রাজশাহীতে চাঞ্চল্যকর ছাত্রলীগ নেতা আহসান হাবিব বাবুর মৃত্যু সম্পর্কে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান 'বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব হিউম্যান রাইটস (বিআইএইচআর)' পরিচালিত টাস্কফোর্স এগেইনস্ট টর্চার (টিএফটি) শুক্রবার একটি তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, 'র‍্যাব সদস্যরা খুব কাছে থেকে এবং প্রকাশ্যে ছাত্রলীগ নেতা বাবুকে গুলি করে হত্যা করেছে। 'বাবু এনকাউন্টারে এ নিহত, র‍্যাবের এ বক্তব্যটি কোনভাবেই বিশ্বাসযোগ্য নয়।'

বিআইএইচআর-এর আঞ্চলিক সমন্বয়ক জাহাঙ্গীর আলম আকাশের নেতৃত্বে পরিচালিত প্রতিবেদনে বলা হয়, ছাত্রলীগ নেতা বাবু 'এনকাউন্টার'- এ মারা গেছে বলে র‌্যাব যে দাবি করেছে, তার অসারতার প্রমাণ পাওয়া যায় 'প্লেস অব অকারেন্স' বা পি.ও. পরিদর্শনের মাধ্যমে। তথ্যানুসন্ধানকারী দল দফায় দফায় ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। কিন্তু র‌্যাবের সঙ্গে সন্ত্রাসীদের গোলাগুলি হয়েছে এমন কোন তথ্য জানাতে পারেনি কেউ। বরং দলটি বহু প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য নিয়েছে (রেকর্ডকৃত) যাঁরা বলেছেন, 'র‌্যাব সদস্যরা বাবুকে প্রকাশ্যেই গুলি করে হত্যা করেছে।' রিপোর্টে বাবু হত্যার বিচার বিভাগীয় তদন্তের সুপারিশ করা হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, বাবুকে হত্যার পর র‌্যাব সদস্যরা সাদা কাগজে দু'জনের স্বাক্ষর এবং একজনের টিপসই নেয় বলে সংস্থাটি তথ্য পেয়েছে। ভিকটিমের পিতার মামলার প্রেক্ষিতে আদালতের নির্দেশে পুলিশ কর্মকর্তারা বাবুর মৃত্যুর ঘটনা তদন্তের সময় র‌্যাবের গাড়ি বার বার ঘটনাস্থলে টহল দেয়। র‌্যাব সাংবাদিকদের কাছে পাঠানো লিখিত বক্তব্যে জানায়, 'বাবুর বিরুদ্ধে ৭/৮টি মামলা রয়েছে।' কিন্তু পুঠিয়া ও দুর্গাপুর থানায় একটি করে দু'টি হত্যা মামলা ছাড়া বাবুর বিরুদ্ধে আর কোন মামলা কিংবা জিডির তথ্য পাওয়া যায়নি। উভয় মামলার কারণ রাজনৈতিক।

এ ছাড়া সর্বহারা সন্ত্রাসীদের হাতে নিহত দুর্গাপুরের পৌর কমিশনার আনোয়ার হোসেনের স্ত্রী আদালতে জবানবন্দী দিয়ে বলেছে, বাবু ও তার আত্মীয়-স্বজনেরা আনোয়ার হত্যায় জড়িত নয়। এদের তিনি আসামীর তালিকা থেকে বাদ দেয়ার জন্য বিচারকের কাছে আবেদন করেছিলেন। এসব কারণে প্রতীয়মান হয়, 'ছাত্রলীগ নেতা বাবু র‌্যাব কর্তৃক পরিকল্পিত রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের শিকার।' প্রত্যক্ষদর্শী, নিহতের পরিবার ও এলাকাবাসীর উদ্ধৃতি দিয়ে প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, বাবু হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় বিএনপি দলীয় সাবেক সাংসদের ইন্ধন ও একটি ইলেকট্রনিক মিডিয়ার রিপোর্টার হিসেবে রাজশাহীতে কর্মরত এক ব্যক্তির প্ররোচনা রয়েছে। রাজনৈতিক কারণে র‌্যাবকে দিয়ে ছাত্রলীগ নেতা বাবুকে হত্যা করানো হয়েছে বলেও উল্লেখ করা হয়।

আওয়ামী লীগ নেতা এ্যাডভোকেট তাজুল ইসলাম মোঃ ফারুক, স্থানীয় ১৪ দল নেতৃবৃন্দ ও বাবুর পিতা আফসার আলীর উদ্ধৃতি দিয়ে রিপোর্টে বলা হয়, বিএনপি নেতা ও সাবেক সাংসদ নাদিম মোস্তফা এবং এলাকার বিএনপি-জামায়াতের কতিপয় নেতার চক্রান্তে বাবুসহ পরিবারের চার সদস্যের নামে দু'টি মিথ্যা মামলা দেয়া হয়েছিল।

আওয়ামী লীগ নিধন ও সন্ত্রাস সৃষ্টি, ভবিষ্যতে কেউ যেন আর আওয়ামী লীগ না করে সে জন্যই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মাধ্যমে পরিকল্পিতভাবে তাঁর পুত্রকে হত্যা করা হয়েছে। নিহত বাবুর পিতা রাষ্ট্রের কাছে তাঁর, তাঁর পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের নিরাপত্তা নিশ্চিত ও পুত্র হত্যার বিচার চেয়েছেন।

প্রতিবেদনে ছাত্রলীগ নেতা বাবু, তার ভাই ও মামাকে যে দু'টি হত্যা মামলায় জড়ানো হয়েছে সেই মামলা দু'টির পুনর্তদন্ত এবং বিচার বিভাগীয় তদন্ত, নিহত ছাত্রলীগ নেতা বাবুর পিতা আওয়ামী লীগ নেতা আফসার আলী মোল্লা, মামা ইউপি চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগ নেতা সাজ্জাদ হোসেন মুকুলসহ পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, তথাকথিত 'ক্রসফায়ার' ও 'এনকাউন্টার'- এর নামে বিনা বিচারে মানুষ হত্যা বন্ধ করা, আইনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বাহিনীর সকল সদস্যের মানবাধিকার প্রশিক্ষণ থাকা, ছাত্রলীগ নেতা বাবু হত্যাকাণ্ডের বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ১ ডিসেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় তাহেরপুর বাজারে র‌্যাব সদস্যরা ছাত্রলীগ ইউনিয়ন শাখার সভাপতি ও রাজশাহী কলেজের অনার্স তৃতীয় বর্ষের ছাত্র আহসান হাবিব বাবুকে গুলি করে হত্যা করে। এ ব্যাপারে নিহতের পিতা র‌্যাব-৫ রাজশাহীর ৪ কর্মকর্তার নামোল্লেখ করে র‌্যাবের ১২ সদস্যের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা করেন।

Z_¨mÎt ˆ`wbK RbKÉ, wW‡m¤¦i 9, 2006

ভোটার তালিকা : হালনাগাদের নামে প্রহসন

'দ্বৈত ভোটারদের নাম কর্তনের ফরম আছে। হালনাগাদে বাদপড়া ভোটারদের নাম অন্তর্ভুক্তির সুযোগ নেই। সহায়ক কর্মকর্তাদের কাছে নাম অন্তর্ভুক্তির ফরমও নেই। অধিকাংশ সহায়ক কর্মকর্তা স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষাসহ নানা দোহাই দিয়ে কাজই শুরু করেননি। সহকারী রেজিস্ট্রেশন অফিসারদের ভোটার তালিকা সংশোধনে কাজ শুরুর তেমন তাগিদ

নেই। নির্বাচন কমিশন ৮ দিন বাড়ি বাড়ি গিয়ে হালনাগাদের ঘোষণা দিলেও মাঠ পর্যায়ে নির্দেশনা আছে মাত্র ৩ দিনের।'

এরকম ঢিলেঢালা অবস্থার মধ্য দিয়ে শম্বুকগতিতে শুক্রবার সারাদেশে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ শুরু হয়েছে।

রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় সরেজমিন গিয়ে হালনাগাদের নানা দুর্দশার চিত্রই চোখে পড়েছে। আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে নির্বাচন কমিশন চতুর্মুখী চাপে জরুরি ভিত্তিতে হালনাগাদ তালিকা সংশোধনের উদ্যোগ নিলেও মাঠ পর্যায়ে কোথাও তার প্রতিফলন নেই। সহায়ক কর্মকর্তাদের এ গাছাড়া অবস্থা দেখে প্রথম দিনে রাজধানীর ৯০ ওয়ার্ডে সংশোধনের কাজ দেখভালে নিয়োজিত ইসির কর্মকর্তারাও হতাশা প্রকাশ করেছেন।

মিরপুর শহীদ স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক শাহজাহান চৌধুরী। তিনি ভোটার তালিকার সহকারী রেজিস্ট্রেশন অফিসার। শুক্রবার সকাল ৯টায় আসেন অফিসে। তার অধীনে সহায়ক কর্মকর্তার সংখ্যা ১০০। কিন্তু সকালে এসে দেখেন, ভোটার তালিকা সংশোধনে বাড়ি বাড়ি যেতে উপস্থিত আছেন মাত্র ৭ জন শিক্ষক অর্থাৎ ভোটার তালিকার ৭ সহায়ক কর্মকর্তা। সহকারী রেজিস্ট্রেশন অফিসার শাহজাহান চৌধুরী আক্ষেপের সুরে জানালেন, অনেক স্কুলে এখনও বার্ষিক পরীক্ষা শেষ না হওয়ায় শিক্ষকরা সহায়ক কর্মকর্তার দায়িত্ব পালনে অনীহা প্রকাশ করেছেন। এ কর্মকর্তা আরও জানালেন, তাকে ১০০ সহায়ক কর্মকর্তার জন্য মাত্র ১ হাজার ফরম দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ এক কর্মকর্তা পাবেন মাত্র ১০টি ফরম। আবার এর মধ্যে ৮টি ফরমই নাম কর্তনের। নাম অন্তর্ভুক্তির ফরম মাত্র ২টি। নাম অন্তর্ভুক্তির চেয়ে দ্বৈত ভোটারদের নাম কর্তনেই তাদের অধিক গুরুত্ব দিতে নির্বাচন কমিশন থেকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

মিরপুর শহীদ স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক আবদুল মালেক ভোটার তালিকার সহায়ক কর্মকর্তা। শুক্রবার প্রথম দিনে বেলা ১১টায় তিনি সংশোধনের কাজ করতে উপস্থিত হন মিরপুর ৬ নম্বর সেকশনের ৬/ডি ৩/১ নং বাসায়। ভোটার করতে এসেছেন শুনে এ সহায়ক কর্মকর্তাকে ঘিরে ধরেন অসংখ্য লোক। 'আমি ভোটার হইনি', 'আমার বাসার কেউ ভোটার হয়নি', 'এ পর্যন্ত কোন লোক আসেনি'– এসব কথা বলে অনেকেই ভোটার হতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। শুরু হয় চিৎকার-চেচামেচি। 'যারা নতুন ভোটার হবেন তারা স্কুলে যোগাযোগ করেন'– এ আশা দিয়ে এ অবস্থা থেকে নিষ্কৃতি পান এ সহায়ক কর্মকর্তা। এ কর্মকর্তাও জানান, তাদের প্রধানত ভোটারদের নাম কর্তনের জন্য বলা হয়েছে। নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য দেয়া হয়েছে মাত্র ৫টি ফরম। দ্বৈত ভোটার দেখার জন্য যে বাসাতেই ঢুঁ মারছেন, সেখানেই কয়েকজন বাদপড়া ভোটার মিলছে। এ অবস্থায় বাদপড়া ভোটারদের নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য স্কুল বা নির্বাচন অফিসের দোহাই দিয়ে তারা দ্বৈত ভোটারদের নাম কর্তনের চেষ্টা করছেন। বাদপড়া ভোটারদের নাম অন্তর্ভুক্ত করতে হলে ৫টির জায়গায় ৫০০ অন্তর্ভুক্তি ফরম এবং ৮ দিনের জায়গায় কমপক্ষে এক মাস লাগবে বলে দাবি করেন এ কর্মকর্তা। কর্তনে কারও আগ্রহ নেই বলে হতাশা প্রকাশ করেন এ স্কুল শিক্ষক।

মিরপুর ৬নং ওয়ার্ডের ৬/ডি ১/১ বাসার বাসিন্দা সুবেদার সিদ্দিকুর রহমান জানান, তার ওপেন হার্ট সার্জারি হওয়ায় তিনি ছয় মাস মেডিকেলে ছিলেন। ভোটার হওয়ার সুযোগ পাননি। শুক্রবার সহায়ক কর্মকর্তার কাছে ধরনা দিলে তাকে বলা হয়েছে, এখন ভোটার হতে হলে নির্বাচন কমিশনে যেতে হবে। এ অসুস্থ শরীর নিয়ে কিভাবে কমিশনে গিয়ে ভোটার হবেন তা নিয়েই চিন্তিত তিনি।

মিরপুর ৬নং সেকশনের ১৯নং রোডে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ করতে গিয়ে একইভাবে বিপাকে পড়েন সহায়ক কর্মকর্তা মিঠুন চৌধুরী। এ রোডের অধিকাংশ বাসিন্দা এ কর্মকর্তাকে ঘিরে ধরে বলেন, এ এলাকায় অধিকাংশই গার্মেন্টস শ্রমিক। তারা ভোরে যায় রাতে ফেরে। তাদের কেউই ভোটার হতে পারেনি। এ কর্মকর্তাও 'কেউ দু'জায়গায় ভোটার হলে শুধু তার নাম কর্তন করার জন্যই এসেছেন' দাবি করে দ্রুত এ এলাকা ত্যাগ করেন। এ কর্মকর্তার হাতে ১০টি কর্তন ফরম এবং ১টি ভোটার অন্তর্ভুক্তি ফরম ছিল। ১৯নং রোডের ৩৮ নম্বর বাসার আফরিন সুলতানার নাম এই একটি ফরম দিয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কর্তনের জন্য কারও সাড়া পাননি এ শিক্ষক।

মিরপুর ৬ নম্বর সেকশনে ২/১ জন সহায়ক কর্মকর্তার দেখা মিললেও অধিকাংশ জায়গায় তাও চোখে পড়েনি। মিরপুর বাংলা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক মামুনুর রশীদ সহায়ক কর্মকর্তা। বেলা ১১টায় তার সঙ্গে মিরপুর ১নং রোডের ৩নং তার নিজ বাসায় কথা হয়। তিনি জানান, ভোটার তালিকার কাজ শুরুর কোন নির্দেশনা তাকে দেয়া হয়নি। এ কারণে শুক্রবারে বাসাতেই রয়েছেন। শনিবার স্কুলে গিয়ে সিদ্ধান্ত হবে কখন তারা বাড়ি বাড়ি যাবেন। তার স্কুলের ৫০ জন সহায়ক কর্মকর্তার কেউ কাজ শুরু করেননি বলে জানান এ শিক্ষক। এইকভাবে মিরপুর ৪৫নং ওয়ার্ডের সহকারী

রেজিস্ট্রেশন অফিসার হেমায়েত উদ্দিন নানা সমস্যার কারণে শুক্রবার কাজ শুরু করা যায়নি বলে জানান। তিনি বলেন, তাদের কাছে অন্তর্ভুক্তি কর্তনের কোন ফরমই আসেনি। সহায়ক কর্মকর্তারাও নানা অজুহাতে আর ভোটার তালিকার কাজ করতে রাজি হচ্ছেন না। এ নিয়ে তিনি বিপাকে আছেন।

শুক্রবার প্রথম দিনের সংশোধনের কাজ তদারকি করতে রাজধানীর ৯০ ওয়ার্ডে ইসির ৯০ কর্মকর্তাকে বিশেষ দায়িত্ব দেয়া হয়। এ প্রসঙ্গে ইসির একাধিক কর্মকর্তা জানান, কোথায় বসে কাজ তদারকি করবে এ নিয়েও তাদের কোন নির্দেশনা দেয়া হয়নি। তারাও সহায়ক কর্মকর্তাদের খুঁজে পাচ্ছেন না।

ভোটার তালিকা সংশোধনে প্রথমে ৮ থেকে ১০ ডিসেম্বর সময় নির্ধারণ করা হয়। মাঠ পর্যায়ে এখনও এই তিনদিন কাজ করার নির্দেশনা বহাল আছে। বৃহস্পতিবার সময় ৫ দিন বাড়িয়ে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত করা হলেও মাঠ পর্যায়ে গতকাল পর্যন্ত এ নির্দেশনা যায়নি। তাছাড়া ৮ দিন কাজ করে কত টাকা পারিশ্রমিক দেয়া হবে বা আদৌ পারিশ্রমিক পাবেন কিনা এ নিয়ে চিন্তিত সহায়ক কর্মকর্তারা। আগে নতুন ভোটার তালিকার জন্য ৪ মাস কাজ করে মাত্র ১ হাজার টাকা পারিশ্রমিক পাওয়া, এক ভোটার তালিকার জন্য বারবার বাড়ি বাড়ি ধরনা দেয়ায় এমনিতেই সহায়ক কর্মকর্তাদের তালিকা সংশোধনের কাজে অনীহা দেখা দিয়েছে।

<u>**চট্টগ্রাম :**</u> প্রথম দিনেই নগরীর অধিকাংশ সহায়ক কর্মকর্তার দেখা মেলেনি। জেলা নির্বাচন অফিস বলছে, হালনাগাদ পুরোপুরি শুরু না হলেও আংশিকভাবে শুরু হয়েছে। অনেক সহায়ক কর্মকর্তা কাজে যোগদানের বিষয়ে তাদের অপারগতার কথা জানিয়ে দিয়েছেন জেলা নির্বাচন কমিশনারের কাছে। জেলা অফিসের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মধ্যেও ছিল গাছাড়া ভাব। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও থানা নির্বাচন কমিশনারদের অনেকে অফিসে আসেননি। কেউ কেউ সকালে এলেও দুপুরের আগেই বাসায় চলে গেছেন। শুক্রবার সরেজমিন দেখা গেছে, হাতেগোনা কিছু এলাকায় কয়েকজন সহায়ক কর্মকর্তা গেলে লোকজনের কাছ থেকে সাড়া মিলছে বলে জানিয়েছেন। অনেক স্থানে সহায়ক কর্মকর্তারা আগের তালিকার সঙ্গে ভোটারের মিল খুঁজে পাননি।

জামালখান ওয়ার্ড কমিশনার অ্যাডভোকেট এমএ নাসের বলেন, আগে নির্বাচন কমিশন অফিস থেকে জানানো হলেও এবার জানানো হয়নি। জনপ্রতিনিধি হিসেবে কমিশনারদেরও অবহিত করা হলে হালনাগাদের কার্যক্রম যথাযথ হবে।

১২, ২৩ ও ২৪নং ওয়ার্ডের মহিলা কমিশনার সৈয়দা রেহেনা কবির রানু আগ্রাবাদ বেপারিপাড়া এলাকায় বসবাসরত লোকজনের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, ওই এলাকার লোকজন তাকে জানায়, 'তারা ভোটার হতে চান।' কোন সহায়ক কর্মকর্তাকে শুক্রবার বিকাল পর্যন্ত দেখা যায়নি। ১৭, ১৮ ও ১৯নং ওয়ার্ডের মহিলা কমিশনার শাহেদা কাশেম জানান, দক্ষিণ, পশ্চিম ও পূর্ব বাকলিয়া এলাকায় কোন সহায়ক কর্মকর্তাকে দেখা যায়নি। ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য লোকজনের অধীর আগ্রহ থাকলেও সহায়ক কর্মকর্তাদের গতকাল দেখা যায়নি বলে জানিয়েছেন ৩৯, ৪০ ও ৪১ নং ওয়ার্ডের মহিলা কমিশনার শাহানুর বেগম।

জেলা নির্বাচন অফিসার (৩) দুলাল তালুকদার বলেন, সহায়ক কর্মকর্তারা, যারা শুক্রবার কাজ শুরু করেননি তারা আজ থেকে কাজে যোগ দেবেন।

<u>**বরিশাল:**</u> বরিশালেও শুরু হয়েছে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ। সহকারী রেজিস্ট্রেশন কর্মকর্তাদের এ সংক্রান্ত কাজ বুঝিয়ে দেয়া হয় বৃহস্পতিবার। এদের মধ্যে অনেকেই শুক্রবার নামেন তালিকা সংশোধনের কাজে। বাকিরাও আজ থেকে কাজে নামবেন বলে জানিয়েছে জেলা নির্বাচন অফিস। প্রথম দিনে নগরীর ৪, ৮, ৯ ও ২৩নং ওয়ার্ডে কাজ করতে গিয়ে সহায়ক কর্মকর্তারা ব্যাপক সাড়া পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন সদর উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মনিরুজ্জামানকে। তিনি বলেন, নগরীর ৩০টি ওয়ার্ডে ৩০ জন এবং প্রতি ইউনিয়নে ১ জন সহকারী রেজিস্ট্রেশন অফিসার ভোটার তালিকা হালনাগাদের কাজ তদারকি করবেন। তাদের অধীনে সদর উপজেলায় ৫৯২ জন এবং জেলায় মোট ২৮২০ জন সহায়ক কর্মকর্তা মাঠ পর্যায়ে কাজ করছেন। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোর নেতাকর্মীরা তাদের সহায়তা করছেন বলে সাংবাদিকদের জানান তিনি।

জেলা নির্বাচন অফিস সূত্রে জানা গেছে, বর্তমান তালিকা অনুযায়ী জেলায় মোট ভোটারের সংখ্যা ১৩ লাখ ৯৭ হাজার ৩৩০ জন। বিভাগীয় তথ্য অফিসের উপ-পরিচালক মোঃ মনিরুজ্জামান স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলা ভোটার তালিকা সংশোধন কার্যক্রমে সহায়ক কর্মকর্তাদের সঠিক তথ্য দিয়ে সহায়তাদানের জন্য সর্বসাধারণকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

খুলনা : ভোটার তালিকা হালনাগাদ করার কার্যক্রম বেশ জোরেশোরেই শুরু করেছে জেলা নির্বাচন অফিস। জেলা নির্বাচন অফিস সূত্রে জানা গেছে, সিটি কর্পোরেশনের প্রতিটি ওয়ার্ডে ও জেলার প্রত্যেকটি ইউনিয়নে একজন করে সহকারী রেজিস্ট্রেশন কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। শুক্রবার সকাল থেকেই তারা স্ব-স্ব এলাকায় কার্যক্রম শুরু করে দিয়েছেন। জেলা নির্বাচন অফিসার মোঃ আজিজুল ইসলাম জানান, প্রথম দিনের কার্যক্রমে কোন প্রকার অভিযোগ পাওয়া যায়নি। এ কাজে নিয়োজিতদের সঙ্গে থেকে সব রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীরা সহায়তা করছেন এবং ভোটার তালিকা হালনাগাদ করতে বিভিন্ন গ্রুপের যথেষ্ট সংখ্যক ফরম মজুদ রয়েছে বলে তিনি জানান।

সিলেট : শুক্রবার সকাল থেকে সহকারী রেজিস্ট্রেশন অফিসারের নেতৃত্বে সহায়ক সদস্যরা ভোটার হালনাগাদের কাজে অংশ নিচ্ছেন। ১২টি উপজেলায় ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত একটানা এ কাজ চলবে।

জেলার নির্বাচন কমিশন অফিস সূত্রে জানা গেছে, সর্বশেষ ২০০৫ সালের ৩১ ডিসেম্বরের গণনা অনুযায়ী সিলেটে মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ১৫ লাখ ৫৭ হাজার। চলতি বছরের আগস্ট পর্যন্ত গণনা শেষে এ সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ১৯ লাখ ৬১ হাজার ৮০৪ জন। আদালতের নির্দেশে জুলাই থেকে শুরু হওয়া হালনাগাদ কার্যক্রম ২০ আগস্ট পর্যন্ত চলে। এ সময়ের মধ্যে ৪ লাখ ৪ হাজার ৮০৪ জন ভোটার বেড়ে যায়। এর মধ্যে নাম সংশোধন করেন ১১ হাজার ১৯৭ জন। তথ্য-প্রমাণের অভাবে ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েন ৬৯ হাজার ৯৭১ জন। শুক্রবার সর্বশেষ হালনাগাদের ভোটার তালিকা অনুযায়ী সিলেটের নির্বাচন অফিস-১-এর আওতাধীন সদর-কোম্পানীগঞ্জ, বিশ্বনাথ-বালাগঞ্জ, দক্ষিণ সুরমা-ফেঞ্চুগঞ্জ নির্বাচনী এলাকায় ৬২ জন সহকারী রেজিস্ট্রেশন অফিসারের নেতৃত্বে ১২১৮ জন সহায়ক কর্মকর্তা এবং সিলেট নির্বাচন অফিস-২-এর আওতাধীন জৈন্তা-গোয়াইনঘাট, কানাইঘাট-জকিগঞ্জ ও গোলাপগঞ্জ-বিয়ানীবাজার নির্বাচনী এলাকায় ৭৫ জন সহকারী রেজিস্ট্রেশন অফিসারের নেতৃত্বে ১৪৯৭ জন সহায়ক কর্মকর্তা মাঠ পর্যায়ে ভোটার তালিকা হালনাগাদের কাজ বাড়ি বাড়ি গিয়ে সম্পন্ন করছেন।

নারায়ণগঞ্জ : ভোটার তালিকা হালনাগাদকরণের প্রথম দিনে নারায়ণগঞ্জের কোথাও বাড়ি বাড়ি যাননি নির্বাচন কমিশন নিযুক্ত কর্মকর্তারা। তবে জেলা নির্বাচন অফিসার মোঃ হামিদুল হক দাবি করেন, শুক্রবার থেকেই উপজেলা নির্বাচন অফিসারদের তত্ত্বাবধানে জেলায় ২ হাজার ১৫৪ সহায়ক কর্মকর্তা ও ৬৬ সহকারী রেজিস্ট্রেশন অফিসার কাজ শুরু করেছেন। বিকালে সদর উপজেলা নির্বাচন অফিসে গিয়ে জানা যায়, উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা রবিউল আলম সারাদিন অফিসেই আসেননি। নির্বাচন অফিসের দেয়ালের ঠিক বাইরে নূর মোহাম্মদের বাড়ির ভাড়াটিয়া রিকশাচালক সোহরাব মিয়া জানালেন, আগেরবার ভোটার হতে পারেননি তিনি। শুক্রবার তার নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য কেউ আসেননি। নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন এলাকার লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা যায় একই তথ্য।

যশোর : শুক্রবার যশোরের কোন এলাকাতে সহায়ক কর্মকর্তাদের কোন তৎপরতা চোখে পড়েনি। শহরের মিশনপাড়া, কারবালা, খড়কি, ধর্মতলা, খোলাডাঙ্গা, ভেকুটিয়া, মীরপাড়া, বেজপাড়া, আরএন রোড, ঘোপ, কাজীপাড়া, কাঁঠালতলা ও কদমতলাসহ বিভিন্ন এলাকার মানুষ তাদের বাড়িতে কেউ যাননি বলে জানিয়েছেন।

কেশবপুর (যশোর) : ভোটার তালিকা সংশোধনের প্রথমদিনে হাড়িয়াঘোপ গ্রামে গিয়ে নির্বাচনী সহায়ক কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গ্রামটির একটি পাড়াতেই ৭ জন ভুয়া ভোটার পাওয়া গেছে। এলাকার মেম্বার বিএনপির প্রভাবশালী নেতা মোহাম্মদ আলীর সার্টিফিকেটে তাদের এর আগে নাম ভোটার তালিকায় সংযোজন করা হয়েছিল। এদিকে মাত্র দুটি করে তালিকাভুক্তির ফরম ও পাঁচটি করে বিয়োজনের ফরম সরবরাহ করা হয়েছে নির্বাচনী অফিস থেকে সহায়ক কর্মকর্তাদের। এতে সমস্যা হচ্ছে পুরনো সহায়ক কর্মকর্তাদের দিয়ে ভোটার তালিকা যাচাই-বাছাইয়ের কাজ চালানো হচ্ছে। হাড়িয়াঘোপ গ্রামের ভোটার নম্বর ০০২৯৮ নুর ইসলাম, ০০২৯৪ আকিমুদ্দীন, ০০২৯৩ আবদুর রাজ্জাক, মহিলা তালিকায় ০০২৯৭ নুরজাহান, ০০২৬৪ রাবেয়া বেগম, ০০২৬৫ মেহেরুন্নেছা, ০০২৯৮ ছবুরজান নামের কাউকে পাওয়া যায়নি। তাদের স্বামীর নাম লেখা হয়েছে যথাক্রমে নুর ইসলাম, আকিমুদ্দীন, রাজ্জাক মোলা ও মৃত ঝড়ু গাজী। দলীয় বিবেচনায় নিয়োগ পাওয়া উপজেলা নির্বাচন অফিসার আবদুল গাফফারকে এ বিষয়ে জানানো হলেও এর আগে তিনি কোন ব্যবস্থা নেননি। ওই তালিকা চূড়ান্ত করে ছাপানোর জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এখন ওগুলো ভুয়া বলে ধরা পড়ল।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ : ভোটার তালিকা হালনাগাদ ও সংশোধনের কাজ শুক্রবার শহরের কিছু কিছু বাড়িতে শুরু হতে দেখা গেলেও গ্রাম এলাকায় তথ্য যাচাই-বাছাইকারীদের দেখতে পাওয়া যায়নি।

শেরপুর : জেলার পাঁচটি উপজেলার বিভিন্ন স্থানে ভোটার তালিকা হালনাগাদের কাজ শুরু হয়েছে। অনেক স্থানে সহায়ক কর্মকর্তাদের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীরা সঙ্গে থেকে সাহায্য-সহযোগিতা করছেন। রাতেও অনেক সহায়ক কর্মকর্তা বাড়ি বাড়ি গিয়ে কাজ করবেন বলে জানিয়েছেন।

কলাপাড়া : বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার তালিকা হালনাগাদ কাজ শুরু হয়েছে। সর্বশেষ আদমশুমারি অনুসারে কলাপাড়া পৌর শহরে মোট জনসংখ্যা ১৬ হাজার ২৫৬ জন। কিন্তু বিতর্কিত তালিকায় ভোটার সংখ্যা ১৫ হাজার ৭৭৮ জন। রেজিস্ট্রেশন কর্মকর্তা শীলারানী দাস সাংবাদিকদের জানান, ভোটার তালিকা হালনাগাদ করতে গিয়ে মৃত ভোটারের নাম কর্তন সহজ হলেও ভুয়া ভোটারের নাম কর্তনে জটিলতা রয়েছে। তালিকায় অনেক ভোটারের নাম থাকলেও তাদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আবার কর্তনে ৯নং ফরম পূরণে সাক্ষী পাওয়া যাচ্ছে না।

মুন্সীগঞ্জ : ভোটার তালিকা হালনাগাদ ও ভুয়া ভোটার বাতিলে সহায়তা করতে আওয়ামী লীগ নেতা, সাবেক সংসদ সদস্য সাগুফতা ইয়াসমিন এমিলি শুক্রবার লৌহজং উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তার সঙ্গে বৈঠক করেছেন। বৈঠকে ভোটার তালিকা প্রস্তত কাজে নিয়োজিত বিএনপির চিহ্নিত লোকজনকে বাদ দেয়ার দাবি করলে নির্বাচন কর্মকর্তা এ ব্যাপারে আশ্বাস দেন।

Z_¨mÎt ^`wbK hMvši, wW‡m¤i 9, 2006

বগুড়ায় বিএনপি নেতার অফিসে বসে চলছে হালনাগাদের কাজ

গতকাল শুক্রবার বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার তালিকা হালনাগাদের কাজ শুরু প্রথম দিনে বগুড়ায় এক বিএনপি নেতা পৌর কমিশনারের ওয়ার্ড অফিসে বসে সহায়ক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ওই কমিশনারের দেয়া তালিকা অনুযায়ী নাম অন্তর্ভুক্ত ও কর্তন করার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

সহায়ক কর্মকর্তা ও বগুড়া সিটি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক রফিকুল ইসলাম শহরের ১০নং ওয়ার্ডে ভোটার তালিকা হালনাগাদ করার কাজ শুরু করেন বলে স্থানীয়রা জানান। তিনি বেলা পৌনে ১২টায় বগুড়া শহর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ও পৌর কমিশনার মাহবুবুর রহমান লুলকার ওয়ার্ড অফিসে বসে ওই বিএনপি নেতার দেয়া তথ্য অনুযায়ী নাম অন্তর্ভুক্তি ও কর্তনের কাজ শুরু করেন বলে স্থানীয়রা জানায়। ওই ওয়ার্ডের লোকজনের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সাংবাদিকরা সেখানে চলে যান। সহায়ক কর্মকর্তা প্রথমে সাংবাদিক ও ফটো সাংবাদিকদের দেখে মুখ ঢেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। কেন বাড়ি বাড়ি না গিয়ে ওয়ার্ড অফিসে বসে নাম অন্তর্ভুক্তি ও কর্তনের কাজ করার ব্যাপারে তার কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, বিএনপি নেতা ওয়ার্ড কমিশনার তাকে ২৪ জনের নাম অন্তর্ভুক্তি ও ৮ জনের কর্তনের একটি তালিকা তার হাতে ধরিয়ে দেন। সেই তালিকা অনুযায়ী ওয়ার্ড অফিসে বসে নাম অন্তর্ভুক্তি ও কর্তনের কাজ করছিলেন। এ ছাড়া বাড়ি বাড়ি গিয়ে তিনি ভোটার তালিকা হালনাগাদ করবেন বলেও জানান।

হেনস্থা হলেন জামায়াতসমর্থক সহায়ক কর্মকর্তা

নীলফামারী : নীলফামারী পৌর এলাকার আরাজি কানিয়ালখাতায় ভোটার তালিকা সংশোধনের প্রথম দিন শুক্রবার ভোটার তালিকা থেকে আওয়ামী লীগ সমর্থকদের নাম কেটে দিতে গিয়ে এলাকাবাসীর হাতে হেনস্থা হয়েছেন জামায়াত সমর্থক এক সহায়ক কর্মকর্তা। এলাকাবাসীর প্রতিরোধের মুখে ওই কর্মকর্তা কাজ শেষ না করেই এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যান।

ওই এলাকার মোহাম্মদ আতিকুল্লাহর ছেলে মোহাম্মদ হাসান অভিযোগ করেন, পাশের ওয়ার্ডের তালিকায় নাম আছে অভিযোগ তুলে শহরের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের সহায়ক কর্মকর্তা মো. আজমল হোসেন এলাকার জিকরুল, জিয়ারুল, আনসারুল ও জহুরুলসহ অনেক ভোটারের নাম যাচাই না করেই তালিকা থেকে কেটে দেন। এলাকার লোকজন বিষয়টি ধরে ফেললে কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চাইলেও এলাকার নারী-পুরুষরা তার ওপর চড়াও হয়। অভিযুক্ত মো. আজমল হোসেন জেলার ডোমার উপজেলায় কর্মরত কৃষি বিভাগের উপ-সহকারী কর্মকর্তা বলে জানা গেছে।

এ ছাড়া বিভিন্ন পাড়া-মহল্লা থেকে পাওয়া খবর অনুযায়ী, প্রথম দিন সহায়ক কর্মকর্তারা মাঠে নামলেও অধিকাংশ এলাকায় তাদের দেখা পাওয়া যায়নি। জেলার চারটি নির্বাচনী এলাকায় এক হাজার ৭৯৭ জন সহায়ক কর্মকর্তা ও ৭৪

জন সহকারী রেজিস্ট্রেশন কর্মকর্তা নতুন করে ভোটার তালিকা হালনাগাদের কাজ করছেন বলে জানিয়েছেন জেলা নির্বাচন অফিসার।

Z_¨mÎt ``wbK msev`, wW‡m¤i 9, 2006

ব্যানা ও সিগমা হুদার কর্মচারীর ছেলে গ্রেফতার

ভাংচুরের ভিডিও ফুটেজে কোন আইনজীবীর ছবি পায়নি ডিবি

সুপ্রীমকোর্টের ভাংচুরের ঘটনায় ভিডিও ফুটেজে কোন আইনজীবীরই ছবি খুঁজে পায়নি ডিবি পুলিশ। দেশের সর্বোচ্চ আদালতে অচলাবস্থা সৃষ্টির জন্য বার ও বেঞ্চের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির কূটকৌশল হিসাবেই সুপ্রীমকোর্টে ভাংচুর ঘটানো হয়েছে। সুপ্রীমকোর্টের ভাংচুরের ঘটনায় ডিবি পুলিশ ৯ জনের ভিডিও ফুটেজের ছবি ও ৬ জনের নাম পেয়েছে যাদের পরিচয় হচ্ছে টোকাই ও বস্তির অধিবাসী। চৌদ্দ দলকে জব্দ করে নীলনকশার নির্বাচনের ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করার জন্য স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি সম্মিলিত আইনজীবী সমন্বয় পরিষদের নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে যে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আইনজীবী ড. কামাল হোসেন ৯ মাস পাকিস্তানের কারাগারে ছিলেন তাঁকেসহ বারের নির্বাচিত আইনজীবী প্রতিনিধিদের রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় জড়ানোর মধ্য দিয়ে ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

বিএনপি-জামায়াত জোটের সাবেক যোগাযোগমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা ও তাঁর স্ত্রী জাতীয়তাবাদী আইনজীবী নেত্রী এ্যাডভোকেট সিগমা হুদার চেম্বারের কর্মচারী রেজিয়া আক্তারের ছেলে রাজু ওরফে রাসেলকে ভিডিও ফুটেজে দেখে গ্রেফতার করার পর তার মা রেজিয়া আক্তারকে চাকরি থেকে বরাখাস্ত করেছেন তাঁরা। শুক্রবারও ডিবি পুলিশ রাজু ওরফে রাসেলকে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। এ ছাড়াও বস্তি থেকে গ্রেফতারকৃত টোকাই শ্রেণীর যুবক মান্নান ও আফজালকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ও বারের নির্বাচিত আইনজীবী নেতৃবৃন্দসহ আইনজীবী সমন্বয় পরিষদের নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা দিয়ে সুপ্রীমকোর্ট ভাংচুরের ঘটনায় প্রকৃত দোষীদের আড়াল করে প্রকৃত ঘটনাকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার জন্য পর্দার অন্তরাল থেকে একটি মহল তৎপরতা চালাচ্ছে।

সূত্র জানায়, সুপ্রীমকোর্টের ভাংচুরের আগের পরিস্থিতি প্রেক্ষাপটের ঘটনাই ষড়যন্ত্রের আভাস দেয়। বিএনপি-জামায়াত জোটের অন্যতম শরিক জামায়াতে ইসলামীর আমির মতিউর রহমান নিজামী, সেক্রেটারি জেনারেল আলী আহসান মুজাহিদ স্বাধীনতার পক্ষের শীর্ষস্থানীয় আইনজীবী নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে চলেছেন। রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মদ স্বঘোষিত তত্ত্বধায়ক সরকারপ্রধান বনে যাওয়ার পর থেকেই নানা কটূক্তি করে চলেছেন তাঁরা।

স্বাধীনতাবিরোধী শক্তিটি জ্ঞানপাপী, সংবিধানের অপব্যাখাকারীসহ নানাভাবে বিষোদগার করে চলেছেন। ড. কামাল হোসেন, ব্যারিস্টার রোকনউদ্দিন মাহমুদ, ব্যারিস্টার আমীর-উল-ইসলাম, ব্যারিস্টার তানিয়া আমীর, এ্যাডভোকেট ইনায়েতুর রহীমসহ শীর্ষস্থানীয় আইনজীবীদের বিরুদ্ধে। গত এক মাস ধরেই তাঁরা এই ধরনের বিষোদগার ও কটূক্তি করে একটি পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপট তৈরি করে। ষড়যন্ত্রের নির্বাচন অনুষ্ঠান করে ক্ষমতায় না যেতে পারলে জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে জামায়াতে ইসলামীদের পিঠের চামড়া থাকার সম্ভাবনা নেই। ষড়যন্ত্রের নীলনকশার নির্বাচন অনুষ্ঠান করার পথের প্রধান অন্তরায় হচ্ছে স্বাধীনতার পক্ষের আইনজীবী সমন্বয় পরিষদের আইনজীবী নেতৃবৃন্দ। তাই তাদের প্রতিহত করতে হবে। এই সুযোগটির অপেক্ষায় ছিল স্বাধীনতাবিরোধী শক্তিটি। শেষ পর্যন্ত সুপ্রীমকোর্টের রিটের শুনানির রায় ঘোষণার প্রাক্কালে নিশ্চিত পরাজয়ের ইঙ্গিত পেয়ে ভাড়া করা লোক এনে সুপ্রীমকোর্টে ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ, হামলা করিয়ে ফাঁসানো হয় স্বাধীনতার পক্ষের আইনজীবীদের।

ডিবি পুলিশ কর্মকর্তারা জানান, সুপ্রীমকোর্টের ভাংচুর অগ্নিসংযোগের ভিডিও ফুটেজ দেখে তারা ৯ জনের ছবি খুঁজে পেয়েছেন। এর মধ্যে ৬ জনের নামও পেয়েছেন তারা। এ ছাড়াও গ্রেফতার করেছেন ৩ জনকে। এই ৩ জনের মধ্যেই রাজু ওরফে রাসেল হচ্ছে বিএনপি-জামায়াত জোটের সাবেক যোগাযোগমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা ও তাঁর স্ত্রী জাতীয়তাবাদী আইনজীবী নেত্রী এ্যাডভোকেট সিগমা হুদার চেম্বারের কর্মচারী রেজিয়া আক্তারের ছেলে রাজু ওরফে

রাসেল। ভিডিও ফুটেজ দেখে রাজু ওরফে রাসেলকে গ্রেফতারের পর পরই তার মা রেজিয়া আক্তারকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে দেন জাতীয়বাদী আইনজীবী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা ও তাঁর স্ত্রী এ্যাডভোকেট সিগমা হুদা। জাতীয়তাবাদী আইনজীবীর চেম্বারের কর্মচারীর পুত্র সুপ্রীমকোর্টের ভাংচুরের ঘটনায় গ্রেফতার হলো আর মামলায় জড়ানো হলো আইনজীবী সমন্বয় পরিষদের নেতৃবৃন্দকে। ষড়যন্ত্র যে অনেক গভীরে এই ঘটনাতেই ইঙ্গিত দেয়।

সুপ্রীমকোর্টের ভাংচুরের ঘটনাটি ও তারপরের রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা দায়ের করার মধ্য দিয়ে প্রকৃত ঘটনা আড়াল হয়ে গেছে। রাষ্ট্রপতি স্বঘোষিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান হওয়ার রিট পিটিশনের ভবিষ্যত অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা দিয়ে আইনজীবী সমন্বয় পরিষদের নেতৃবৃন্দকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখার কৌশল নেয়া হয়েছে। চৌদ্দ দল ষড়যন্ত্রের নীলনকশা নির্বাচনের বিরুদ্ধে গড়ে তোলা আন্দোলনের সম্পৃক্ততা থেকে আইনজীবী সমন্বয় পরিষদের আইনজীবীদের সাময়িকভাবে হলেও আন্দোলন থেকে কৌশলে দূরে রাখা সম্ভবপর হচ্ছে। জাতীয়তাবাদী-জামায়াতপন্থী আইনজীবীদের সুপ্রীমকোর্টে প্রাধান্য বিস্তারের পথ সুগম হয়েছে।

Z_¨m~Î t ˆ`wbK RbKÉ, wW‡m¤^i 9, 2006

গোয়েন্দা সংস্থার দুই বিতর্কিত ডিজি এখনো বহাল তবিয়তে

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর প্রশাসনে বেশকিছু রদবদল হলেও দুটি গুরুত্বপূর্ণ গোয়েন্দা সংস্থায় এখনো কোন হাত পড়েনি। এই দুটি সংস্থার বিতর্কিত দুই ডিজি এখনো বহাল তবিয়তে রয়েছেন। বিএনপি-জামায়াত জোট ও হাওয়া ভবনের আস্থাভাজন এই দুই ডিজি কিভাবে এখনো আছে তা সকলের কাছেই রীতিমত বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করেছে ৪০ দিন আগে। শুরু থেকেই আন্দোলনরত দলগুলোসহ সব মহল থকে দাবী উঠেছে প্রশাসনের সবস্তর থেকে বিতর্কিত ব্যক্তিদের সরিয়ে দেয়ার। ইতোমধ্যে জনপ্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনে কিছু রদবদল ঘটানো হলেও অধ্যাবধি গোয়েন্দা সংস্থাগুলোতে কোন পরিবর্তন আনা হয়নি।

গতকালও ১৪ দল, ঐক্যফ্রন্ট ও জাকের পার্টির যৌথ সংবাদ সম্মেলনে অন্যান্য দাবীর পাশাপাশি অবিলম্বে এনএসআই ও ডিজিডিএফআই-এর ডিজি পরিবর্তনের দাবী জানানো হয়েছে।

Z_¨m~Î t ˆ`wbK msev`, wW‡m¤^i 9, 2006

হাওয়া ভবন ঘনিষ্ঠ ডনের বিরুদ্ধে নারী ব্যবসার অভিযোগ আনলেন তার স্ত্রী

হাওয়া ভবনের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত শরিফুল আলম ডনের বিরুদ্ধে নির্যাতন ও নারী ব্যবসার অভিযোগ করেছেন তার স্ত্রী খালেদা আহম্মেদ। তিনি বলেছেন, গাড়ি ব্যবসার আড়ালে তার স্বামী মূলত নারী ব্যবসা করেন। ডনের ব্যক্তিগত ডায়েরি থেকে তিনি এ পর্যন্ত ১০৭টি মেয়ের টেলিফোন নম্বর পেয়েছেন। এসবের প্রতিবাদ করায় তার উপর অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয়েছে বলে তিনি জানান। বিভিন্ন সময়ে ঐ মেয়েরাও তাকে হুমকি দিচ্ছে। শুক্রবার রাতে রাজধানীর পল্টন থানায় সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব অভিযোগ করেন। এ ব্যাপারে তিনি ১৩ নভেম্বর পল্টন থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করেছেন বলেও জানান।

খালেদা আহম্মেদ জানান, তিনি আমেরিকান নাগরিক। ১২ বছর ধরে তিনি সেখানেই প্রবাস জীবনযাপন করছেন। গত বছরের নভেম্বরে তিনি বাংলাদেশে আসেন। এরপর মোবাইল ফোনে শরিফুল অরম ডনের সঙ্গে তার আলা পরিচয়। তখন ডন ডাকে গাড়ি ব্যবসায়ী বলে পরিচয় দেন। পরিচয়ের সূত্র ধরে প্রেম। চলতি বছরের ২৮ এপ্রিল তিনি ডনকে বিয়ে করেন। তখন ডন নিজেকে অবিবাহিত বলেও দাবি করেন। বিয়ের পর ১৬৯/১ শান্তিনগরে একটি বাসা ভাড়া নিয়ে তারা বসবাস শুরু করেন। ধীরে ধীরে ডন সম্পর্কে তিনি অনেক কিছুই জানতে পারেন। তিনি বলেন, প্রায়ই ডনের মোবাইলে মেয়েদের ফোন আসত। তিনি ফোন রিসিভ করলে মেয়েরা অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করত। পরে ডনের ব্যক্তিগত ডায়েরিতে ১০৭ জন মেয়ের মোবাইল নম্বর পান। তখন পুরো বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়।

খালেদা আহম্মেদ বলেন, তিনি তার স্বামীকে বহু বুঝিয়েছেন। কিন্তু কোন লাভ হয়নি। খালেদা জানান, হাওয়া ভবনে যাতায়াত করতেন বলে তিনি জানেন। এর চেয়ে বেশি কিছু বলতে পারেন না। খালেদা আহম্মেদের এর আগেও একবার বিয়ে হয়েছিল। সে ঘরে এক ছলে এবং এক মেয়ে আছে। তারা সবাই আমেরিকায় থাকে। ঢাকার যাত্রাবাড়ী এলাকায় তাদের বাড়ি। বর্তমানে তিনি মালিবাগ বাগানবাড়ি এলাকায় ভাইয়ের বাসায় রয়েছেন। ২/১ দিনের মধ্যে তিনি ব্যাপারে থানায় মামলা করবেন বলে জানান। সূত্র বলেছে, শরিফুল আলম ডন হাওয়া ভবনের ঘনিষ্ঠ বলে বিশেষ পরিচিত। দিনাজপুরের ছেলে ডন একসময় ছাত্রদলের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

Z_¨mÎt ˆ`wbK hMvšÍi, wW‡m¤^i 9, 2006

হুমকির মুখে ঢাকায় পালিয়ে আসা পরিবারের সংবাদ সম্মেলন

কিশোরগঞ্জে মা-বাবার সামনে কিশোরীকে ধর্ষণ করেছে একদল বিএনপি ক্যাডার

হিন্দু সম্প্রদায়ের ১৫ বছর বয়সী এক কিশোরীকে তার মা-বাবার চোখের সামনেই গণধর্ষণ করেছে বিএনপি ক্যাডার একদল সন্ত্রাসী। গত ৮ নভেম্বর কিশোরগঞ্জ জেলার করিমগঞ্জ উপজেলার একটি গ্রামে ঘটেছে এ বীভৎস নারকীয় ঘটনাটি। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে সুবিচার পাওয়া যাবে এ আশায় ধর্ষিতার পরিবার ওই দিনই থানায় মামলা করে। কিন্তু আজো ধর্ষক চক্রটি গ্রেফতার হয়নি। উল্টো ধর্ষক চক্রটির হুমকির মুখে অসহায় পরিবারটি এখন বাধ্য হয়ে ঢাকায় আশ্রয় নিয়েছে। পরিবারটি একদিকে সংখ্যালঘু ও হতদরিদ্র, অন্যদিকে ধর্ষক চক্রটি বিএনপির ক্যাডার হওয়ায় থানা কর্তৃপক্ষ এদের গ্রেফতারের কোনো ব্যবস্থা নেয়নি।

গতকাল শুক্রবার মানবাধিকার সংগঠন এইচআরসিবিএম ও জিএইচআরডি জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলন করে। গত নভেম্বর মাসে সারাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতনের একটি চিত্র তুলে ধরে। এ সময় কিশোরগঞ্জের ওই কিশোরীর ওপর নারকীয় নির্যাতনের মর্মস্পর্শী কাহিনীও তুলে ধরা হয়। ধর্ষিত কিশোরী (১৫) ও তার পরিবারের সদস্যরা সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। ধর্ষিতার মা ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে আকুল কান্নায় ভেঙে পড়েন। পরিবারটির আহাজারি উপস্থিত সবাইকে অশ্রুসজল করে তোলে। ধর্ষণকারী বলে অভিযুক্তরা হলো– ধর্ষিতার গ্রামের মিরু হোসেনের দুই ছেলে গোপাল মিয়া (৩০) ও হাফিজ মিয়া (৪০), সুরুজ মিয়ার ছেলে কামাল মিয়া (৩৫), মতি মিয়ার ছেলে বাবুল মিয়া (২৮) ও ইন্দু মিয়ার ছেলে পারভেজ (২৭)। ঘটনার দিনই ধর্ষিতার মা করিমগঞ্জ থানায় তাদের বিরুদ্ধে ধর্ষণ, ধর্ষণের চেষ্টা ও ধর্ষকদের সহায়তার অভিযোগ এনে মামলা দায়ের করেন। নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ আইনে মামলা হলেও গত এক মাসে এর অগ্রগতি শূন্য। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলেও সন্ত্রাসীরা এমন একটি ভয়াবহ কাণ্ড ঘটিয়ে পুলিশের নাকের ডগায় ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ পাচ্ছে দেখে সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত সবাই তীব্র ক্ষোভ ও বিস্ময় প্রকাশ করেন।

সম্প্রতি এইচআরসিবিএম ও জিএইচআরডির একটি প্রতিনিধি দল সরজমিন ওই গ্রাম ঘুরে আসে। তারা মামলা তদন্ত কারী কর্মকর্তা (আইও) এসআই নুরুজ্জামানের সঙ্গেও কথা বলেন। আইও তাদের জানান, সন্ত্রাসীদের পাওয়া যাচ্ছে না বলে ধরা সম্ভব হচ্ছে না। প্রতিনিধি দলের সদস্য অ্যাডভোকেট রবীন্দ্র ঘোষ অভিযোগ করে বলেন, মামলার আইওর সঙ্গে কথা বলার সময়ই সন্ত্রাসীরা মোবাইলে ফোন করে এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি না করার জন্য তাকে শাসিয়ে দেয়। ধর্ষণকারী বলে অভিযুক্তরা স্থানীয় বিএনপি নেতা খবিরের পোষা সন্ত্রাসী বলে তিনি অভিযোগ করেন।

Z_¨mÎt ˆ`wbK mgKvj, wW‡m¤^i 9, 2006